বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কমপিউটার শিক্ষা

(বিশেষ প্রতিবেদক)

কমপিউটার বিষয়ে মানুষের আগ্রহ ও উৎসাহ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আধুনিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে কাজের গতি, কাজের ফলাফল বা উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কমপিউটারের প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কমপিউটার কি, কেন এবং কোথায় কমপিউটার ব্যবহার করা হয়, কিভাবে কমপিউটার কাজ করে, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আজ আমাদের মনে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কমপিউটারের ব্যাপক ও সফল প্রয়োগ। আর এজন্য দেশে কমপিউটার শিক্ষার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বড় বড় শহরে আগে কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এসব কেন্দ্রে প্রধানত ব্যবহারিক প্যাকেজ প্রোগ্রাম শেখান হয়। কমপিউটারের আভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালী এবং প্রোগ্রাম উন্নয়ন কৌশল শেখার জন্য কমপিউটার নিয়ে গভীর অনুশীলন দরকার এবং এজন্য কমপিউটার বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণ হওয়া প্রয়োজন।

সুখের কথা গত দুই/তিন বৎসরে কমপিউটার বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৯৩ হতে ঢাকা বোর্ডে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আশা করা যায় অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডও আগামীতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে এই পরীক্ষার আয়োজন করবে। ১৯৯৪ সনে যারা এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা কয়েকটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কমপিউটার বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক স্তরেও কমপিউটার শিক্ষার সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে।

দেশে কমপিউটার বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল বিষয়ে চার বৎসর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী কোর্স চালু আছে। এই কোর্স সমাপনের পর ছাত্রছাত্রীরা বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পান। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা এই কোর্স সমাপ্ত করে বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পেয়েছেন। আর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ কোর্সের চতুর্থ বৎসরে উঠেছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ হতে ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমপিউটার সায়েন্স বিষয়ে ৪ বৎসর মেয়াদী বি.এসসি. কোর্স চালু রয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৪ সন হতে কমপিউটার বিজ্ঞানে তিন বৎসর মেয়াদী বি.এসসি. সম্মান কোর্স চালু হয়েছে। ঢাকার ধানমন্ডিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী ফর উইমেন নামের প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে তিন বৎসর মেয়াদী বি.এস-সি. সম্মান কোর্স চালু করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে এই কোর্স পরিচালিত হবে বলে। জানা গেছে আসন্ন ভর্তি মৌসুমে (১৯৯৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগে তিন বৎসর মেয়াদী বি.এসসি. সম্মান কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হবে। ঢাকার নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি এবং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বিজ্ঞানে চার বৎসর মেয়াদী বি.এসসি. কোর্স চালু করা হয়েছে। ঢাকার অবস্থিত মাইক্রোল্যান্ড নামের একটি ট্রেনিং সেন্টার ১৯৯৪ সন হতে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিক্রম অনুযায়ী কমপিউটিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-বিষয়ে তিন বৎসর মেয়াদী বি.এসসি. অনার্স কোর্স চালু করেছে। এই কোর্স সম্পন্ন করে শিক্ষার্থীরা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রী পাবেন।

বর্তমানে দেশের দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুযোগ আছে। এদের একটি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, এই বিশ্ববিদ্যালয় কমপিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল বিষয়ে এম.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তড়িৎ ইলেকট্রনিক কৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী থাকা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগে বর্তমানে এক বৎসর মেয়াদী অথবা পরিসংখ্যাণ অনুসঙ্গী বিষয়সহ তিন বৎসর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স ও কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগে তিন বৎসর মেয়াদী বি. এসসি. স্নাতক কোর্স চালু করা হয়েছে।

গড়ে ২৫টি করে আসন সংখ্যার হিসেবে বর্তমানে উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্নাতক কোর্সে আগামীতে (১৯৯৫) আনুমানিক ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী কমপিউটার অথবা কমপিউটার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পাবেন। বার কোটি মানুষের দেশে এই সংখ্যা কমপিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রে হতাশাজনিত অবস্থা নির্দেশ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে কমপিউটার শিক্ষার ও কমপিউটার চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ও সম্প্রসারিত অবদান থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই এদেশে স্নাতক ও প্রাক-স্নাতক স্তরে কমপিউটার শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ হওয়া দরকার। এ দেশের অনেক ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন, এবং এজন্য মোটা অঙ্কের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রাও খরচ করতে হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়সহ দেশের ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশে কমপিউটার শিক্ষার সম্প্রসারণ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ❁

ভর্তি চলছে

- ✡ **ফক্স প্রো প্রোগ্রামিং** — কোর্স শুরু ঃ ০১ নভেম্বর
  ভর্তির যোগ্যতা ঃ যে কোন ডাটাবেজ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা
- ✡ **অ্যাডভান্সড ওয়ার্ড পারফেক্ট** — কোর্স শুরু ঃ ০১ নভেম্বর
  ভর্তির যোগ্যতা ঃ ওয়ার্ড পারফেক্টে কাজের অভিজ্ঞতা
- ✡ **প্যারাডক্স** — কোর্স শুরু ঃ ০১ নভেম্বর
  ভর্তির যোগ্যতা ঃ প্রয়োজন নেই
- ✡ **কমপিউটার হার্ডওয়্যার** — কোর্স শুরু ঃ ২০ নভেম্বর
  ভর্তির যোগ্যতা ঃ ইলেকট্রনিক্সে প্রাথমিক জ্ঞান
- ✡ **অপারেটিং সিষ্টেম/ডস/উইন্ডোজ** কোর্স শুরু ঃ ০১ ডিসেম্বর
  ভর্তির যোগ্যতা ঃ প্রয়োজন নেই
- ✡ **এসপিএসএস/ পিসি প্লাস** কোর্স শুরু ঃ ১৫ ডিসেম্বর
  ভর্তি যোগ্যতা ঃ পরিসংখ্যানে পড়াশোনা থাকতে হবে
- ✡ **বেসিক ইলেকট্রনিক্স** কোর্স শুরু ঃ ১৫ জানুয়ারী
  ভর্তির যোগ্যতা ঃ প্রয়োজন নেই

আমরা বিক্রি করছি ঃ হার্ড ডিস্ক, র‍্যাম, ফ্লপি ড্রাইভ, মাউস, কীবোর্ড মাদারবোর্ড (৩৮৬, ৪৮৬), পুরো সিস্টেম।
এ ছাড়াও আমরা কমপিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ও অন্যান্য কমপিউটারাইজড যন্ত্রপাতি মেরামত করে থাকি।

ট্রেসার ইলেকট্রোকম
২৬, ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট, ফার্মগেইট, ঢাকা।